রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২৮, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ ভাদ্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/২৬ আগস্ট, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর,ও নং ২২০-আইন/২০১৪।—সরকারি কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ২৯খ এর ক্রমিক ৫ ও ৮ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ০৩-০৭-২০০০ খ্রি. তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার, দি ক্রুয়েলটি টু এনিমেলস্ এ্যাক্ট, ১৯২০ (১৯২০ সালের ১ নং আইন) এর বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল:

পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা আইন, ১৯২০*
১৯২০ সালের ১ নং আইন

[২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২০]

বাংলাদেশে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ আইনের সংহতকরণ ও সংশোধনের জন্য প্রণীত আইন।

যেহেতু বাংলাদেশে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ আইন সংহতকরণ ও সংশোধন সমীচীন;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও ব্যাপ্তি।**—(১) এই আইন পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা [১][***] আইন, ১৯২০ নামে অভিহিত হইবে।

* বাংলাদেশ ল'জ (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা এই আইনে ''পূর্বপাকিস্তান'', ''প্রাদেশিক সরকার'' এবং ''রূপি'' বা ''আর এস.'' শব্দগুলির পরিবর্তে, ভিন্নরূপ অর্থ প্রকাশ ব্যতীত, যথাক্রমে ''বাংলাদেশ'', ''সরকার'' ও ''টাকা'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১] ''বেঙ্গল'' শব্দটি বাংলাদেশ ল'জ (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা বিলুপ্ত।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

(২) সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

(৩) অতঃপর ভিন্নরূপ কোন বিধান করা না হইলে, সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাংলাদেশের যে কোন শহরে বা স্থানে এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

২। [বাংলাদেশ ল'জ (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা বিলুপ্ত।]

৩। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "পশু" অর্থ যে কোন গৃহপালিত বা ধৃত পশু;

[২][* * *]

(৪) "প্রজ্ঞাপন" অর্থ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন।

অপরাধসমূহ

৪। **পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা সহকারে পশু হত্যা করিয়া বিক্রয়ের শাস্তি।**—যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) পশুকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করান, নিষ্ঠুরভাবে বা অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রহার করেন বা অন্য কোনভাবে পশুর প্রতি নির্দয় আচরণ করেন, অথবা

(খ) কোন পশুকে এইরূপভাবে বাঁধেন বা রাখেন বা বহন করেন যাহাতে পশুকে অপ্রয়োজনীয় ব্যথা বা কষ্ট প্রদান করা হয়, অথবা

(গ) অঙ্গচ্ছেদ, অনাহার, তৃষ্ণা অথবা অত্যধিক গাদাগাদি করিয়া রাখা অথবা অন্য কোন খারাপ আচরণের কারণে কষ্ট পাইতেছে এমন জীবিত পশু, অথবা অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা সহকারে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে এমন মৃত পশু বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করেন, প্রদর্শন করেন বা দখলে রাখেন,

তাহা হইলে তিনি প্রতিটি অপরাধের জন্য অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব তিন মাসের কারাদন্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫। **পশুর উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানোর শাস্তি।**—কোন ব্যক্তি পশুর উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাইলে তিনি অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব তিন মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; এবং

(১) যদি উক্ত পশুর মালিক, এবং

(২) যদি কোন ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, বাহক বা ঠিকাদার হিসাবে, অথবা ব্যবসায়ী, বাহক বা ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োগ লাভের কারণে, উক্ত পশুটি দখলে রাখেন অথবা পশুটির উপর বোঝা চাপানো নিয়ন্ত্রণ করেন,

এইরূপ অতিরিক্ত বোঝা চাপানো অনুমোদন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

[২] পূর্বপাকিস্তান রহিতকরণ ও সংশোধনী অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (১৯৬২ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা দফা (২) ও (৩) বিলুপ্ত।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে দফা (১) ও (২) এ বর্ণিত মালিক বা অন্য কোন ব্যক্তি পশুটিকে অতিরিক্ত ভার বহন হইতে রক্ষা করিবার জন্য যুক্তিসংগত যত্ন গ্রহণে ও তত্ত্বাবধানে ব্যর্থ হইলে তিনি পশুটি দ্বারা অতিরিক্ত ভার বহনে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

৬। **ফুকা (Phuka) করিবার শাস্তি।**—কোন ব্যক্তি কোন গাভি বা অন্য কোন দুগ্ধবতী পশুকে ফুকা করিলে তিনি একটি আমলযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট গাভি অথবা দুগ্ধবতী পশুর মালিক অথবা ইহার উপর দখল অথবা নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এমন ব্যক্তি একই দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং যে গাভি বা দুগ্ধবতী পশুকে ফুকা করা হইয়াছে তাহা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় অথবা পরবর্তী ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনুরূপ ব্যক্তি অনধিক পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড এবং অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[১][**৬ক। অর্থদণ্ডের একটি অংশ প্রদান।**—যদি ধারা ৬ এর অধীন দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থদণ্ড আদায় করা হয় তবে অর্থদণ্ডের একটি অংশ ধারা ৬ অনুযায়ী কৃত অপরাধ শনাক্তকরণের জন্য তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তিকে প্রদান করা যাইবে।

৬খ। গোয়ালঘরের ঘরের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত শর্ত।—যে সকল শহরে বা স্থানে এই আইন প্রযোজ্য সেখানকার [২][পৌরসভা] কর্তৃক সীমানা প্রাচীর ঘেরা ভবনের অভ্যন্তরস্থ গোয়ালঘরের জন্য লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নে অস্বীকৃত হওয়া, অথবা লাইসেন্স প্রদানের সময় ধারা ৬ অনুযায়ী কৃত অপরাধের শনাক্তকরণ সহজ করিবার উদ্দেশ্যে গোয়ালঘরের চারিধার উন্মুক্ত রাখিবার জন্য লাইসেন্সধারীর উপর চাপ প্রদান আইনসম্মত হইবে।]

৭। **অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা সহকারে পশু হত্যার শাস্তি।**—যদি কোন ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা সহকারে কোন পশু হত্যা করেন তবে তিনি অনধিক দুই শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা অনূর্ধ্বছয় মাস কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারায় যাহা কিছু থাকুক না, কোন গোত্রের, গোষ্ঠীর, উপজাতির বা শ্রেণির ধর্ম অনুসারে অথবা ধর্মীয় আচার ও প্রথা অনুসারে, বা কোন যথার্থ বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে অথবা চিকিৎসার্থে ঔষধ তৈরির জন্য যেরূপ প্রয়োজন হয় সেইরূপ পদ্ধতিতে পশু হত্যা করিলে তাহা এই ধারায় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮। **অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা সহকারে হত্যা করা ছাগলের চামড়া কাহারও অধিকারে থাকিবার শাস্তি।**—যদি কোন ব্যক্তির দখলে ছাগলের চামড়া থাকে এবং যদি বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ছাগলটিকে অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা সহকারে হত্যা করা হইয়াছে যাহা ধারা ৭ এর অধীন অপরাধমূলক, তাহা হইলে তিনি অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব তিন মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উক্ত চামড়া বাজেয়াপ্ত হইবে।

---

[১] বেঙ্গল ক্রুয়েলটি টু এনিমেলস্ (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৩৮ (১৯৩৮ সনের ১ নং আইন) দ্বারা ধারা ৬ক ও ৬খ সংযোজিত।

[২] বাংলাদেশ ল'জ (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা "পৌরসভা কমিটি বা ক্ষেত্রমত, নগর কমিটি" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "পৌরসভা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

৯। **ছাগলের চামড়া কাহারও অধিকারে থাকা সংক্রান্ত ধারণা।**—(১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৭ এর বিধানাবলি ভঙ্গ করিয়া ছাগল হত্যা করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হন এবং যদি প্রমাণিত হয় যে, কথিত অপরাধ সংঘটনের পর উক্ত ব্যক্তির দখলে একটি ছাগলের চামড়া রহিয়াছে এবং তাহাতে মাথার চামড়ার কোন অংশ সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহা হইলে বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া লইতে হইবে যে, ছাগলটিকে অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা সহকারে হত্যা করা হইয়াছে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৮ এর অধীন অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হন, এবং যদি প্রমাণিত হয় যে, অপরাধ সংঘটনের পর উক্ত ব্যক্তির দখলে একটি ছাগলের চামড়া রহিয়াছে এবং তাহাতে মাথার চামড়ার কোন অংশ সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহা হইলে বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া লইতে হইবে যে, ছাগলটিকে অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা সহকারে হত্যা করা হইয়াছে এবং উক্ত চামড়া যে ব্যক্তির দখলে রহিয়াছে তাহারও অনুরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল।

১০। **পরিশ্রমে অক্ষম পশু কাজে নিয়োজিত করিবার শাস্তি।**—যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ কোন পশুকে কোন কাজে অথবা পরিশ্রমে নিয়োজিত করেন যাহা কোন রোগ, দুর্বলতা, ক্ষত, ঘা, বা অন্য কোন কারণে উক্তরূপ নিয়োজিত হইবার অক্ষম, তাহা হইলে তিনি অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; এবং

(১) যদি উক্ত পশুর মালিক, এবং

(২) যদি কোন ব্যক্তি যিনি ব্যবসায়ী, বাহক বা ঠিকাদার হিসাবে, অথবা ব্যবসায়ী, বাহক বা ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োগলাভের কারণে পশুটি দখলে বা নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছেন,

এইরূপ কাজে নিয়োগ অনুমোদন করেন, তাহা হইলে তিনিও একই শাস্তির যোগ্য হইবেন।

ব্যাখ্যা:—এই ধারার উদ্দেশ্যে কোন মালিক অথবা উপরোক্ত দফা (১) ও (২) এ বর্ণিত অন্য কোন ব্যক্তি এইরূপ কাজে নিয়োগ হইতে পশুটিকে রক্ষা করিবার জন্য যুক্তিসংগত যত্ন ও তত্ত্বাবধানে ব্যর্থ হইলে তিনি অনুরূপ নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

১১। **পশুকে টোপ দেওয়া বা লড়াই করিতে প্ররোচিত করিবার শাস্তি।**—যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন পশুকে লড়াই করিবার জন্য প্ররোচিত করেন, অথবা

(খ) কোন পশুকে টোপ দেন, অথবা

(গ) পশুকে উত্ত্যক্ত করিতে অথবা টোপ প্রদানে কাউকে সাহায্য প্রদান বা সহযোগিতা করেন,

তাহা হইলে তিনি অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২। **অসুস্থ্য পশুকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে ছাড়িয়া দেয়া বা মরিতে দিবার শাস্তি।**—কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তাহার মালিকানাধীন কোন ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত পশুকে জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত স্থানে ছাড়িয়া দিলে বা কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে তাহার মালিকানাধীন অথবা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন অসুস্থ বা অক্ষম পশুকে জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত স্থানে ছাড়িয়া দিলে বা মৃত্যুবরণ করিতে দিলে তিনি অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[১][**১২ক। নিষিদ্ধ সময়ে মহিষ দ্বারা কাজ করাইবার শাস্তি।**—যদি কোন ব্যক্তি নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে কোন মহিষকে গাড়ি বা হাল টানিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি এইরূপ প্রতিটি অপরাধের জন্য অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।]

ওজন-সেতু ও আরোগ্যশালা

১৩। **ওজন-সেতু** ।—(১) সরকার পশুর দ্বারা অতিরিক্ত বোঝা বহন করা হইতেছে কি না তাহা সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন স্থানে ওজন-সেতু স্থাপনের স্থানসমূহ নির্ধারণ করিতে পারিবে, এবং কোন এলাকায় ওজন-সেতু স্থাপিত হইবে তাহার সীমা প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুরূপ নির্ধারিত স্থানে ওজন-সেতু স্থাপন করিতে পারিবে এবং অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত বিদ্যমান ওজন-সেতুসমূহ ক্রয় বা অন্যভাবে অধিগ্রহণ করিতে পারিবে।

১৪। **আরোগ্যশালা।**—সরকার, সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের বিধান ভঙ্গ করিয়া যে সকল পশুর বিরূদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয় সেইসকল পশুর চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করিবার জন্য, আরোগ্যশালা স্থাপন করিতে স্থানসমূহ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৫। **ভেটেরিনারি ইন্সপেকটর এবং ওজন-সেতু কর্মকর্তা নিয়োগে সরকারের ক্ষমতা।**—সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ ব্যক্তিগণকে,—

(ক) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে ভেটেরিনারি ইন্সপেক্টর হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং যে এলাকায় অনুরূপ কর্মকর্তাগণ এই আইনের অধীন তাহাদেরকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং যে সমস্ত এলাকা তাহাদের দায়িত্বে থাকিবে তাহা ঘোষণার দ্বারা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে;

(খ) ধারা ১৩ এর অধীন স্থাপিত কোন ওজন-সেতু বা ওজন-সেতুসমূহের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ওজন-সেতু কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৬। **অতিরিক্ত বোঝা বহন করাইবার ক্ষেত্রে পশু ইত্যাদিকে ওজন-সেতুতে আনিতে হইবে।**—ধারা ১৩ এর অধীন ওজন-সেতু স্থাপিত হইয়াছে এমন এলাকার সীমার মধ্যে যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার হইতে যথাযথভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, এই আইনের ধারা ৫ ভঙ্গ করিয়া অপরাধ সংঘটিত হইতেছে তাহা হইলে তিনি উক্ত পশুটিকে আটক করিয়া উহাকে উহার বোঝা ও উহার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি সহ ওজন-সেতুতে লইয়া যাইবেন এবং উক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে বোঝার ওজন করাইবেন।

১৭। **অতিরিক্ত বোঝার ক্ষেত্রে উহা অপসারিত হইবে।**—(১) যদি ওজন-সেতু কর্মকর্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ধারা ৫ লঙ্ঘন করিয়া কোন অপরাধ সংঘঠিত হয় নাই তাহা হইলে তিনি যে পুলিশ কর্মকর্তা বা যে ব্যক্তি উক্ত পশু আটক করিয়াছেন সেই পুলিশ কর্মকর্তা বা সেই ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন এবং সেই কর্মকর্তা বা ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত পশু ও বোঝা ছাড়িয়া দিবেন।

(২) যদি ওজন-সেতু কর্মকর্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ধারা ৫ লঙ্ঘন করিয়া অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি অতিরিক্ত বোঝা অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

---

[১] বেঙ্গল ক্রুয়েলটি টু এনিমেলস্ (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯২৬ (১৯২৬ সনের ৭ নং আইন) দ্বারা ধারা ১২ক সংযোজিত।

১৮। **অক্ষম পশুকে ভেটেরিনারি ইন্সপেক্টর এর নিকট লইয়া যাইতে হইবে।**—কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা সরকার হইতে এতদুদ্দেশ্যে যথাযথভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে ধারা ১০ লঙ্ঘন করিয়া কোন পশুর প্রতি অপরাধ সংঘটিত হইতেছে,তাহা হইলে তিনি উহাকে উহার, বোঝা যদি থাকে, এবং উহার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে, আটক করিয়া যে এলাকায় উক্তরূপ আটক করা হইয়াছে তাহার জন্য নির্ধারিত ওজন-সেতু থাকিলে সেইখানে লইয়া যাইবেন, এবং না থাকিলে নিকটতম থানায় লইয়া যাইবেন এবং সাথে সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি ইন্সপেক্টরকে অনুরূপ আটক সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

১৯। **কতিপয় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বোঝাকে না-দাবি সম্পত্তি বিবেচনা করা।**—(১) ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অপসারিত অতিরিক্ত বোঝা এবং ধারা ১৮ এর অধীন আটক পশু কর্তৃক বহনকৃত এবং ওজন-সেতুতে আনীত বোঝা উক্তরূপ বোঝার মালিকের দায়িত্বে ওজন-সেতু কর্মকর্তা ও ওজন-সেতুতে অথবা তদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন স্থানে রাখিবেন, এবং ওজন-সেতু কর্মকর্তা লিখিত নোটিস দ্বারা উক্তরূপ নোটিসে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোঝার মালিককে উহা অপসারণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(১ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়কাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে যে কোন সময় বোঝার মালিক উহা ওজন-সেতু হইতে কোন প্রকার মাশুল প্রদান ব্যতিরেকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

(১খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বোঝার মালিকের অনুরোধে ওজন-সেতু কর্মকর্তা উক্ত বোঝা আনিবার, আটক রাখিবার ও উহার গন্তব্যে পাঠাইবার সকল খরচ বা মোট যে খরচ হওয়া সম্ভব তাহা মালিকের নিকট হইতে আদায় করিয়া বোঝাটি উহার গন্তব্যে পাঠাইতে পারিবেন।

(১গ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত বোঝা অপসারণ করা না হইয়া থাকিলে ওজন-সেতু কর্মকর্তা উহা পুলিশে অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার হইতে যথাযথভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(২) ধারা ১৮ এর অধীন আটক পশু কর্তৃক বাহিত থানায় আনীত বোঝা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থানায় অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনস্থানে রাখিতে হইবে। এইরূপ আটকের পর প্রথম আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত উক্ত বোঝা মালিকের নিজ দায়িত্বে থাকিবে এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি উহা কোন প্রকার চার্জ ব্যতীত অপসারণ করিতে পারিবেন।

(৩) (ক) থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা অথবা উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ওজন-সেতু কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার নিকট বোঝা হস্থান্তরকরণের ক্ষেত্রে, এবং

(খ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপ-ধারা (২) এর অধীন তাহার কর্তৃত্বে রাখা বোঝা উহার মালিক কর্তৃক আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ করা হয় নাই এইরূপ ক্ষেত্রে,এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত নিবন্ধন বহিতে বোঝাটি সম্পর্কে ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার হইতে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যদি কোন ব্যক্তি এই মর্মে সন্তুষ্ট করেন যে উক্ত বোঝা তাহার, তাহা হইলে তিনি উক্ত বোঝা আনিবার ও রাখিবার সকল ব্যয়ভার প্রদান সাপেক্ষে তাহাকে ফেরত দিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বোঝা বা উহার কোন অংশ দ্রুত এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পচনশীল বা জীবন্ত পশু হইলে উক্ত বোঝা অথবা উহার অংশবিশেষ ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসরণপূর্বক সরকার হইতে এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদেশে অবিলম্বে বিক্রয় করা বা অন্য

কোন উপায়ে বন্দোবস্ত করা যাইবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বোঝা স্থানান্তরকরণের, আটক রাখিবার ও বিক্রয় করিবার সকল খরচ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ উহার মালিককে, তাহার মালিকানার প্রমাণ সাপেক্ষে,উক্ত নিবন্ধনবহিতে অন্তর্ভুক্ত করিবার তারিখের পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত বিধিমালায় সরকার যেইরূপ হার নির্ধারণ করিবে সেই অনুযায়ী বোঝার মালিক কর্তৃক এই ধারার অধীন সকল বোঝা স্থানান্তর করিবার, আটক রাখিবার ও ছাড়িবার সকল খরচ পরিশোধিত হইবে।

২০। **বিক্রয়লব্ধ অর্থের নিষ্পত্তি।**—যদি নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিবার ছয় মাসের মধ্যে কোন ব্যক্তি ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে না পারেন যে তিনিই বোঝার মালিক, তাহা হইলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী উহা বিক্রয় অথবা অন্য কোন উপায়ে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এবং এই ধারার অধীন বিক্রয়ের অর্থ, অথবা ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন বিক্রয়ের অর্থ হইতে সকল ব্যয় কর্তন করিয়া, ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত বিধিমালায় সরকার যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে ব্যবহার করিতে হইবে।

২১। **ভেটেরিনারি ইন্সপেক্টর কর্তৃক পরীক্ষার জন্য পশুকে উপস্থিতকরণ।**—(১) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট এইরূপ মনে করিবার কারণ থাকে যে, এই আইন ভঙ্গ করিয়া কোন পশুর প্রতি অপরাধ সংঘটন করা হইয়াছে অথবা করা হইতেছে তাহা হইলে পরিস্থিতির কারণে প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি পশুটি আটক করিতে এবং যে এলাকায় পশুটি আটক করা হইয়াছে সেই এলাকার দায়িত্বে থাকা ভেটেরিনারি ইন্সপেক্টর এর নিকট পরীক্ষার জন্য উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন যে পুলিশ কর্মকর্তা অথবা ব্যক্তি কোন পশুকে আটক করিয়াছেন তিনি পশুটি যে ব্যক্তির দায়িত্বে রহিয়াছে তাহাকে পশু পরীক্ষার স্থানে স্থানান্তরের সময় সঙ্গে থাকিতে বলিতে পারিবেন।

২২। **ভেটেরিনারি ইন্সপেক্টর কর্তৃক পশু পরীক্ষাকরণ।**—(১) ধারা ২১ এর বিধান অনুযায়ী কোন পশুকে পরীক্ষা করনের উদ্দেশ্যে ভেটেরিনারি ইন্সপেক্টরের নিকট প্রেরণ করা হইলে তিনি ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত বিধিমালায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন পরীক্ষার জন্য পশুটিকে উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি এইরূপ পরীক্ষায় ভেটেরিনারি ইন্সপেক্টরের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আটক করিবার সময় পশুটিকে যে কাজে নিয়োজিত রাখা হইয়াছিল, তাহা সম্পাদনে পশুটি অক্ষম, তাহা হইলে তিনি পশুটির চিকিৎসা বা যত্নের জন্য ধারা ১৪ এর অধীন নির্দেশিত আরোগ্যশালায় পাঠাইবেন এবং পশুর মালিককে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া জানাইয়া দিবেন, অথবা (যদি তিনি মনে করেন যে, অভিযুক্ত করা আবশ্যক অথবা মালিক যদি নিজেই উহা চান) অপরাধ সংঘটনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং পশুটিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

২৩। **পশুকে আরোগ্যশালায় প্রেরণে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা।**—যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এইরূপ অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনা হইবে, তিনি উপযুক্ত মনে করিলে যে পশুর প্রতি অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ হইয়াছে অথবা অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, উক্ত পশুকে চিকিৎসা ও যত্নের জন্য ধারা ১৪ এ বর্ণিত আরোগ্যশালায় প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২৪। **আটক এবং আরোগ্যশালায় পশুর চিকিৎসার খরচ।**—(১) ধারা ২২ এর উপ-ধারা (২) এর অথবা ধারা ২৩ এর বিধান অনুসারে কোন পশুকে আরোগ্যশালায় পাঠানোর পর উক্ত আরোগ্যশালার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতীয়মান হয় যে, উহা সুস্থ হইয়াছে অথবা মালিক উহাকে যে কাজে লাগাইতে চাহেন সেই কাজের জন্য উহা পুনরায় উপযুক্ত হইয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত পশু সেখানে থাকিবে।

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী আরোগ্যশালায় পশুটির চিকিৎসা, খাদ্য ও পানি সরবরাহের খরচ পশুর মালিককে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) যদি পশুর মালিক এইসব খরচ প্রদানে অস্বীকৃতি জানান অথবা অবহেলা করেন, অথবা আরোগ্যশালার কর্মকর্তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পশুটিকে স্থানান্তর না করেন, তাহা হইলে আরোগ্যশালার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পশুটিকে বিক্রয় করিবার এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ উক্তরূপ ব্যয় পরিশোধের কাজে ব্যবহার করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে উক্ত উদ্বৃত্ত অর্থের জন্য মালিক দুই মাসের মধ্যে আবেদন করিলে তাহাকে উহা প্রদান করিতে হইবে; কিন্তু মালিক বিক্রয়ের অর্থের অতিরিক্ত কোন টাকা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে মালিক একই উপ-ধারায় বর্ণিত উদ্বৃত্ত অর্থের জন্য আবেদন না করিলে ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত বিধিমালায় সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে এই অর্থ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী পশুটি বিক্রয় করা না গেলে আরোগ্যশালার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত বিধিমালার মাধ্যমে সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে পশুটির বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

২৫। যন্ত্রণাক্লিষ্ট বা অক্ষম পশু ধ্বংসকরন।—(১) এই আইনের বিধান ভঙ্গ করিয়া কোন পশুর প্রতি অপরাধ সংঘটন করা হইয়াছে মর্মে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে ম্যাজিস্ট্রেট পশুটির তাৎক্ষণিক ধ্বংসের নির্দেশ দিতে পারিবেন, যদি তিনি পশুটির শারীরিক অবস্থার কারণে এইরূপ নির্দেশ প্রদান যথাযথ মনে করেন ।

(২) ধারা ২২ এর উপ-ধারা (২) এর অথবা ধারা ২৩ এর বিধান অনুসরণে কোন পশুকে আরোগ্যশালায় প্রেরণ করিবার পর আরোগ্যশালার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পশুটির তাৎক্ষণিক ধ্বংসের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যদি তাহার বিবেচনায় পশুটির শারীরিক অবস্থার কারণে অনুরূপ নির্দেশ প্রদান যথাযথ হয়, অথবা যদি তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, পশুটি বার্ধক্যের কারণে বা আরোগ্যের অযোগ্য কোন রোগের কারণে স্থায়িভাবে কাজের অযোগ্য:

তবে শর্ত থাকে যে, শুধু বার্ধক্যের কারণে কাজের অক্ষম ষাঁড়, বলদ বা গাভির ক্ষেত্রে এইরূপ আদেশ দেওয়া যাইবে না ।

(৩) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা লক্ষ্য করেন যে, কোনপশু এইরূপ রোগাক্রান্ত অথবা এইরূপ মারাত্মকভাবে আহত হইয়াছে অথবা এমন শারীরিক অবস্থায় রহিয়াছে যে, উহার প্রতি নির্দয় আচরণ ব্যতিরেকে উহাকে স্থানান্তর করা যাইবে না, এবং যদি মালিক অনুপস্থিত থাকেন, বা পশুটিকে ধ্বংস করিবার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানান, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে যে এলাকায় পশুটিকে পাওয়া গিয়াছে সেই এলাকার ভারপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি ইন্সপেক্টরকে তলব করিবেন, উক্ত ইন্সপেক্টর যদি এই মর্মে প্রত্যয়ন করেন যে, পশুটি মুমূর্ষরূপে আহত, অথবা উহা এইরূপ মারাত্মকভাবে আহত বা এইরূপভাবে রোগাক্রান্ত অথবা এইরূপ শারীরিক অবস্থা যে উহাকে বাঁচাইয়া রাখা নিষ্ঠুরতা, তাহা হইলে পুলিশ কর্মকর্তা মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকেই পশুটিকে হত্যা করিতে বা উহার হত্যার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন

কার্যধারা

২৬। **অপরাধীকে গ্রেপ্তার।**—(১) কোন পুলিশ কর্মকর্তার বিবেচনায় কোন ব্যক্তি এই আইন লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে, বা কোন ব্যক্তি এই আইনের লঙ্ঘন করিয়া অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন বলিয়া তাহার নিকট বিশ্বাসযোগ্য তথ্য থাকিলে, সেইক্ষেত্রে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা তাহার জানা না থাকে বা তাহা জানিতে চাহিলে সেই ব্যক্তি উহা জানাইতে অস্বীকার করেন বা এইরূপ নাম ও ঠিকানা প্রদান করেন যাহা মিথ্যা বলিয়া তাহার মনে করিবার কারণ থাকে, তাহা হইলে তিনি পরোয়ানা ছাড়াই উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির প্রকৃত নাম ও ঠিকানা সম্পর্কে যখন নিশ্চিত হওয়া যাইবে তখন যদি তিনি জামিনসহ বা জামিন ব্যতিরেকে এই মর্মে মুচলেকা প্রদান করেন, যে তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইলে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হইবেন, তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশ এ বসবাসকারী না হইলে বাংলাদেশ এ বাস করেন এমন জামিন বা জামিনদারগণ দ্বারা তাহার মুচলেকা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) যদি গ্রেপ্তার করিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এইরূপ ব্যক্তির নাম ঠিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না যায়, অথবা চাহিদা অনুযায়ী মুচলেকা প্রদানে ব্যর্থ হন অথবা তিনি চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত জামিন হাজির করিতে না পারেন, তাহা হইলে অবিলম্বে তাহাকে নিকটতম এলাকার এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২৭। **কতিপয় অপরাধের ক্ষেত্রে তল্লাশী ও আটক করিবার বিশেষ ক্ষমতা।**—যদি সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন পুলিশ কর্মকর্তার নিকট বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন স্থানে ধারা ৭ লঙ্ঘনপূর্বক কোন ছাগল সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটিত হইতেছে বা সংঘটিত হইতে যাইতেছে বা সংঘটিত হইয়াছে, অথবা কাহারও নিকট এমন ছাগলের চামড়া আছে যাহার সহিত ছাগলটির মাথার চামড়ার কোন অংশ সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত স্থানে অথবা অনুরূপ চামড়া যেস্থানে রহিয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী চালাইতে পারিবেন, এবং অনুরূপ চামড়া এবং উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছিল বা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছিল এইরূপ যে কোন জিনিস বা বস্তু আটক করিতে পারিবেন।

২৮। **তল্লাশী চালাইবার আদেশ**।—(১) কোন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট লিখিত তথ্য পাওয়ার পর এবং যেরূপ তদন্ত তিনি আবশ্যক মনে করেন সেইরূপ তদন্তের পর যদি মনে করেন যে, কোন স্থানে ধারা ৬, ধারা ৭ বা ধারা ১০ লঙ্ঘনপূর্বক অপরাধ সংঘটিত হইতেছে বা হইতে যাইতেছে বা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি দিনে বা রাত্রিতে কোন প্রকার বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিজে স্থানটিতে প্রবেশ করিয়া তদন্ত কাজ চালাইবেন অথবা তাহার পরোয়ানার মাধ্যমে কন্সটেবল পদমর্যাদার উর্ধ্বের কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাহার দ্বারা কাজটি সম্পন্ন করাইবেন।

(২) ১৮৯৮ সনের ফৌজদারি কার্য বিধির তল্লাশী সংক্রান্ত বিধানের যতটুকু প্রয়োগযোগ্য তাহা উপ-ধারা (১) বা ধারা ২৭ এ উল্লিখিত তল্লাশীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

বিধিমালা

২৯। (১) **সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সময়ে সময়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে:

(ক) পশু কর্তৃক সর্বোচ্চ ভার পরিবহনের বা বহনের মাত্রা নির্ধারণ;

(খ) পশু গাদাগাদি করিয়া রাখা প্রতিরোধ;

[১][(খখ) যে মেয়াদে এবং সময়ে গাড়ী বা হাল টানিবার উদ্দেশ্যে মহিষ ব্যবহার করা যাইবে না তাহা নির্ধারণ;]

(গ) পশুর পরীক্ষার উপায় ও পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঘ) ভেটেরিনারি ইন্সপেক্টর ও ওজন-সেতু কর্মকর্তা হইবার যোগ্যতা নির্ধারণ;

(ঙ) ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) এর বা ধারা ১৮ এর অধীন মালামাল নামানোর পর অনুসরণীয় কার্যধারা নির্ধারণ;

(চ) ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে সংরক্ষিত নিবন্ধন বহিতে কী অন্তর্ভুক্ত হইবে উহা নির্ধারণ;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে এমন অন্য নিবন্ধন বহি বা ফরম প্রণয়ন;

(জ) মালামালের বন্দোবস্ত সংক্রান্ত ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর অনুবিধি এবং ধারা ২০ এর বিধানাবলি পালন নিশ্চিত করা;

[২][(জজ) ধারা ১৯ এর অধীন প্রদেয় সকল খরচ ও চার্জের হারের স্কেল নির্ধারণ;]

(ঝ) এই আইনের অধীনে আদায়কৃত জরিমানা এবং ধারা ২০ এবং ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী বিক্রয়ের অর্থ কী পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হইবে তাহা নির্ধারণ;

(ঞ) ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (৬) এর বিধান কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে পশুর বন্দোবস্ত সম্পর্কিত বিধান প্রণয়ন;

(ট) ধারা ২৫ এর অধীন পশু ধ্বংসের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধান প্রণয়ন।

---

[১] বেঙ্গল ক্রুয়েলটি টু এনিমেলস্ (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯২৬ (১৯২৬ সনের ৭ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (খখ) সংযোজিত।

[২] বেঙ্গল ক্রুয়েলটি টু এনিমেলস্ (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯২৬ (১৯২৬ সনের ৭ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (জজ) সংযোজিত।

বিবিধ

৩০। **ক্ষমতা অর্পণ**।—সরকার, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সীমা আরোপ করিয়া, এই আইনের ধারা ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২১ এবং ২৪ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যস্ত যে কোন ক্ষমতা, কোন ব্যক্তির বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করিতে পারিবে।

৩১। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ প্রদান**।—ধারা ৩০ এর অধীন অর্পিত ক্ষমতা বলে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধারা ১৫ অনুসারে সকল নিয়োগ উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে আইন বলে গঠিত হইয়াছে সেই আইন অনুসারে প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

৩২। **বিচার প্রক্রিয়ার সময়সীমা**।—এই আইনের লঙ্ঘনপূর্বক কোন অপরাধ সংঘটিত হইবার পর ৩ মাস অতিবাহিত হইলে উহার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা চলিবে না ।

৩৩। ধারা **১৫, ১৬, ১৮ বা ২১ এর অধীন নিয়োগকৃত ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী**।—ধারা ১৫, ১৬, ১৮ বা ২১ এর অধীন নিয়োগকৃত ব্যক্তি দণ্ডবিধির ধারা ২১ এ বর্ণিত গণকর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩৪। **দায় হইতে অব্যাহতি**।—কোন ব্যক্তি অথবা [১][দণ্ডবিধির] ধারা ২১ এ বর্ণিত গণকর্মচারী হিসাবে ঘোষিত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কিছু করিলে বা করিতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তাহার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না

৩৫। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কতিপয় ব্যয় পরিশোধের ক্ষমতা**।—পৌরসভা প্রশাসন আদেশ, ১৯৬০, বা মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯ এ যাহা কিছু থাকুক না কেন [২][পৌরসভা বা জেলা পরিষদ] ধারা ৩০ এর অধীন অর্পিত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে আনুষাঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য উহার নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিতে পারিবে ।

৩৬। **আইনের ব্যাপ্তির প্রভাব**।—ধারা ১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন যখন কোন শহরে বা স্থানে এই আইন প্রযোজ্য হইবে, তখন সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন ব্যক্তিকে, নামে বা তাহার পদমর্যাদায়, উক্ত শহরে বা স্থানে এই আইনের ধারা ১৯, ২০, ২৫, এবং ২৮ এর দ্বারা অর্পিত বা আরোপিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শহিদুল হক
সচিব
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

[১] বাংলাদেশ ল'জ (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা "পাকিস্তান দণ্ডবিধি" শব্দগুলি পরিবর্তে "দণ্ডবিধি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] বাংলাদেশ ল'জ (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা "পৌরসভা কমিটি বা জেলাপরিষদ", শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "পৌরসভা বা জেলাপরিষদ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd